UG Semester – IV (G)
DSC – ID (Core-7)
Modern Nationalism in India

ঔপনিবেশক ভারতের অর্থনীতির চরিত্র সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য আলোচনা কর।

ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে অর্থনীতির প্রগতি ঘটেছিল বলে মনে করিয়ে দেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। এই মতকে মান্যতা দেয় থিওডর মরিসন, সিরাস ও নোলেস-এর মত ঐতিহাসিকরা। ব্রিটিশ শাসনে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটেছিল তার সঙ্গে শিল্পে ও কৃষিব্যবস্থার আমূল যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হয়। যদিও এখানে কিছুটা ইংলেন্ডের শিল্প বিপ্লবের সুফল পড়তে শুরু করে। ফলে ভারতে ও ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা। অন্যদিকে এই মতের চরম বিরোধীতা করেছেন দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে ও রমেশচন্দ্র দত্ত-এর মত জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। এরা বলেন - ব্রিটিশ আমলে অর্থনীতির প্রগতি হয়নি উল্টে গ্রাম-বাংলার আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে যায়। বৈদিশিক বাণিজ্যে সাবেকি শিল্পের যে দর ছিল তা হারিয়ে যায়। শ্রমিক-কৃষক বেকার হয়ে পড়ে, বলে মনে করেন এই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। ভিন্ন মত ধরা পড়ে মার্ক্সবাদী ঘরাণার ঐতিহাসিকরা। ভারতীয়দের মধ্যেকার বিভাজন ও জমিদারী শোষনকে তুলেধরেছেন রজমীপাম দত্ত –এর মত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা। ঔপনিবেশিক ভারতের সরূপ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকলেও এখানে জাতীয়তাবাদীই ব্যাখ্যা আলোচনা করা হল।

থিওডর মরিসন **১৯১১** সালে একটা বই লেখেন – 'The Economic Transition in India'।ব্রিটিশ শাসন ভারতের কাছে কতখানি আশীর্বাদের মত ছিল, এটাই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। তিনি বলেন, ব্রিটিশের কাছ থেকে ভারতীয়রা পেয়েছে – রেল, আধুনিক জলসেচ, দক্ষ প্রশাসন, শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি। তবে এই মতের বিরোধীতা করে ভারতের আর্থিক সংক্রান্ত বাস্তব ছবিটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ভারতীয় ঐতিহাসিকরা।

পলাশী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দাদাভাই নওরোজী বা রমেশচন্দ্র দত্ত 'drain of wealth' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে এর বাংলা তর্জমা করে বলেন 'সম্পদের নিষ্কাশন'। অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন 'ধন নির্গমন' বা 'ধন নিঃসরণ'। ঐতিহাসিক অম্লান দত্ত একে 'অপহার' বলে উল্লেখ করেন।

দাদাভাই নওরোজী ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির চরিত্রকে বোঝানোর জন্য লন্ডনের ইষ্ট ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের সভায় (১৮৬৭ এর ২ মে), এই ধন নির্গমন তত্ত্বকে তুলে ধরেন। তিনি বক্তব্যে বলেন – ইংলেন্ড ভারতে শাসনের পরিবর্তে এখানকার সম্পদ শোষন করছে। তিনি ভারতের দারিদ্রতার পরিমান বৃদ্ধির জন্য দায়ী করেন ব্রিটিশ অর্থনীতিকে। এই মন্তব্যকে সমর্থন করেন বিচার পতি রানাডে ও ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখরা। জোরালো ভাষায় ব্রিটিশ অর্থনীতিকে আক্রমন করে বলেন - ' Verily the moisture of India blesses and fertilizes other land' পরে ব্রিটিশ অর্থনীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন – ডি.ডি. যোশী, প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত রায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। এই মত জণগনের কাছে পৌঁছে দেয় অমৃতবাজার পত্রিকা।

১৭৫৭ সালের পূর্বে ভারতে –ইংলেন্ডের মধ্যে বাণিজ্যের সামঞ্জস্য ছিল। সেইসময়ে ইউরোপের চাহিদা মত ভারত থেকে ইংলেন্ডে রপ্তানি হত সূতীবস্ত্র ও রেশম শিল্প। তাঁর বিনিময়ে ইংলেন্ড থেকে আমদানি হয় বহুমূল্যের ধাতব মুদ্রা। তবে ১৭৬৫ সালের পর পাল্টে যায় ব্যবসার রীতি। রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে ব্রিটিশ কোম্পানী। এই অধিকৃত রাজস্ব দিয়ে চলে কোম্পানীর বাণিজ্য। ভারতের মুদ্রায় ক্রয় হয়ে রপ্তানি হতে শুরু করে ভারতীয় কাঁচামাল। আমদানি হতে থাকে ম্যাঞ্চেস্টারের তৈরি বস্ত্র। ভারতীয় শিল্পে সর্বনাশ সাধন হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ভারতের তুলো, বাংলার পাট, আসামের চা, পাঞ্জাবের গম ও দক্ষিণ ভারতের তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী চলে যেতে শুরু করল ইংলেন্ডে। এই ঘটনাকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করে ‘সম্পদ নিষ্কাশন’ ও বলে।

১৮৫৮ সালের পর রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। ইতিপূর্বে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ব্যয়ভার ভারতীয়দের বহন করতে হয়। ভারতের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খরচের ভার নিতে হয় ভারতীয়দের। একে বলে ‘হোমচার্জ’। আবার আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বত-এর অভিযানের খরচ ভাতীয়দের মেটাতে হয়। ১৯০১ সালের ডি.ই.ওয়াচা এই ব্যায়ের হিসেব দেন প্রায় বাৎসরিক ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা। আবার পৃথ্বিশচন্দ্র বলেছেন যে – এর পরিমান ছিল ৬০ থেকে ৭০ মিলিয়ন পাউন্ড।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যয় বৃদ্ধি ও ধন নিষ্কাশনের ফলে ভারতের মানুষের দারিদ্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। রমেশচন্দ্র দত্ত এর মতে ঐতিহাসিকরা ধন নিষ্কাশনের সঙ্গে ভাতীয় কৃষকদের সর্বনাশের একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, ভারতের দরিদ্র কৃষকদের শোষন করেই রাজস্ব সংগ্রহ করতো এবং ইংলেন্ডে পাচার হত। তবে বিকল্প পথের সন্ধান দেন ভারতীয় ঐতিহাসিকরা। এই পথের সন্ধান দিয়ে বলেছেন – ভারতীয়দের আর্থিক বৃদ্ধির জন্য সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রে ভারতীয়তের নিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য খাতে সমস্ত খরচ কমিয়ে আনতে হবে। ভারতীয়দের আর্থিক সংকট থেকে মুক্তির কথা বলেছিলেন জাতীয়তাবাদীরা।

উনিশ শতকেই ইউরোপীয় পুজিঁবাদ ভারতীয় অর্থনীতিকে গ্রাস করে নেয়। দেশীয় শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার সাবেক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। তবে অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে রেলের প্রসার, ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ বা শিল্পে আধুনিকতার প্রসার ঘটলেও ভারতের আর্থিক দৈন্যতার জন্য ব্রিটিশদের দায়কে অস্বীকার করা যাবে না। তাই ঐতিহাসিক তাঁরাচাঁদ বলেন - Imperial Britain treated dependent India as a satellite, whose main function was to sweat and labour for the master, to sub serve its economy and to enhance the glory of the empire’.